গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

পটভূমি

- কর্মজীবন শেষে নিশ্চিত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন সঞ্চয়। সুরক্ষিত সঞ্চয় পরিকল্পনার আরেক নাম সর্বজনীন পেনশন। কর্মজীবনের উপার্জিত টাকার কিছু অংশ পেনশন স্কিমে বিনিয়োগ করে একজন নাগরিক নিশ্চিত করতে পারেন বৃদ্ধ বয়সের আর্থিক নিরাপত্তা।
- ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে পেনশন কাঠামোর আওতায় বৃদ্ধকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট অংগীকার ব্যক্ত করা হয়।
- ২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুস্পষ্ট অংগীকার ব্যক্ত করা হয়।
- গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে ভবিষ্যতে নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পাবে বিধায় একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে মহান জাতীয় সংসদ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩ (২০২৩ সালের ৪নং আইন) প্রণয়ন করেছে। প্রণীত আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত হয়েছে ‘জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ’।

এক নজরে সর্বজনীন পেনশন স্কীমের সম্পন্ন কার্যক্রম

- **৩১.০১.২০২৩ খ্রি. তারিখে** “সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে পাস হয় ।
- **০২-০৪-২০২৩ খ্রি. তারিখে** “জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা' সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করা হয় ।
- **১৮-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখে** “পেনশন পরিচালনা পর্ষদ গঠনের প্রজ্ঞাপন জারী করা হয় ।
- **১৮-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখে** “জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের চাকরির মেয়াদ ও শর্ত সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০২৩ জারী করা হয় ।
- **১৩-০৮-২০২৩ খ্রি. তারিখে** সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩ জারী করা হয়।
- ইতোমধ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সাথে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং সোনালী ব্যাংকের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের বৈশিষ্ট্য

- **১৮ বৎসর বা তদূর্ধ হতে ৫০ বৎসর বয়সি সকল বাংলাদেশী** তবে, বিশেষ বিবেচনায় ৫০ বছর উর্ধ্ব বয়সের নাগরিকগণ স্কিমে অংশগ্রহণের তারিখ হতে নিরবচ্ছিন্ন ১০ বছর চাঁদা প্রদান শেষে আজীবন পেনশন প্রাপ্য হবেন।
- **প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ** যাদের জাতীয় পরিচয় পত্র নেই তারা পাসপোর্টের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশনের পর ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় চাঁদা প্রদান করে পেনশন স্কিমে যুক্ত হতে পারবেন।
- পেনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চাঁদাদাতাকে কোন অফিসে আবেদন করতে হবে না। নিরবচ্ছিন্ন ১০ বছর চাঁদা প্রদান করলে ৬০ বছর পূর্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে তার ব্যাংক একাউন্টে মাসিক পেনশনের টাকা জমা হবে।
- নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা, গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত এবং সন্তানের বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদাদাতা ইচ্ছা করলে পেনশন ফান্ডে শুধু তার জমাকৃত অর্থের ৫০% ঋণ হিসাবে উত্তোলন করতে পারবেন, যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত ফি সহ সর্বোচ্চ ২৪ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে এবং সমুদয় অর্থ চাঁদাদাতার হিসাবে জমা হবে।
- সকল স্কিমের জন্য চাঁদার কিস্তি চাঁদা প্রদানকারীর পছন্দমাফিক মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে পরিশোধের সুযোগ থাকবে। চাঁদাদাতাগণ ইচ্ছা করলে অগ্রিম হিসেবে চাঁদার টাকা পেনশন ফান্ডে জমা করতে পারবেন।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের বৈশিষ্ট্য

- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে চাঁদাদাতাগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে চাঁদা প্রদানের শর্তে তার ৬০ বছর পূর্তিতে আজীবন মাসিক নির্ধারিত হারে পেনশন প্রাপ্য হবেন।
- স্কিমের চাঁদাদাতা স্কিমে জমাকৃত বা জমার বিপরীতে প্রাপ্য পেনশন বাবদ অর্থ তার মৃত্যুর পর গ্রহণ বা উত্তোলনের নিমিত্ত এক বা একাধিক নিমিনি মনোনয়ন করতে পারবেন। তবে চাঁদাদাতা কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা প্রদান করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ নমিনিকে ফেরত দেয়া হবে।
- চাঁদাদাতা পেনশনে থাকাকালীন তাঁর বয়স ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি বা নমিনিগণ বা বৈধ উত্তরাধিকারীগণ অবশিষ্ট সময়ের জন্য (অর্থাৎ ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত) উক্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন।
- দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী চাঁদাদাতার মাসিক চাঁদার ৫০% সরকার অনুদান হিসেবে প্রদান করবে।
- চাঁদাদাতাগণ চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে আয়কর গণনায় কর রেয়াত সুবিধা পাবেন এবং মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয়কর মুক্ত থাকবে।
- যে কোন সময় চাঁদার হার ও স্কিম পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।

সর্বজনীন পেনশনের স্কিমসমূহ

০৪ টি স্কিম

প্রবাস

(প্রবাসী বাংলাদেশি)

প্রগতি

(বেসরকারি কর্মচারী/প্রতিষ্ঠান)

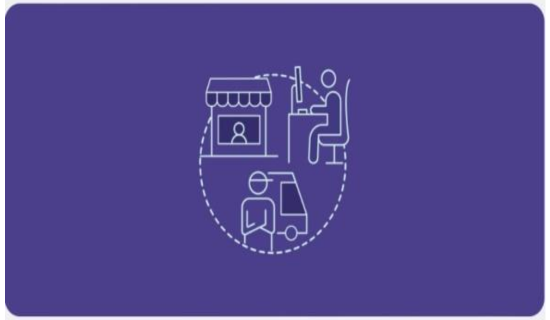

সুরক্ষা

(স্বকর্ম ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক কর্মী)

সমতা

(স্বল্প আয়ের ব্যক্তি)

প্রগতি

- **প্রগতি স্কিম (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণের জন্য):** বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো কর্মচারী বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক তফসিলে বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে উহার কর্মচারীগণের জন্য এই স্কিমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্কিমের চাঁদার ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) কর্মচারী এবং অবশিষ্ট ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) প্রতিষ্ঠান প্রদান করিবে; এবং কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই স্কিমে অংশগ্রহণ না করিলে, উক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো কর্মচারী নিজ উদ্যোগে এককভাবে এই স্কিমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

মাসিক চাঁদার হার	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা
চাঁদা প্রদানের মোট সময় (বৎসরে)	মাসিক পেনশন (টাকা)	মাসিক পেনশন (টাকা)	মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৬৮৯৩১	১০৩৩৯৬	১৭২৩২৭
৪০	৫৮৪০০	৮৭৬০১	১৪৬০০১
৩৫	৩৮৩৭৪	৫৭৫৬১	৯৫৯৩৫
৩০	২৪৯৩২	৩৭৩৯৮	৬২৩৩০
২৫	১৫৯১০	২৩৮৬৪	৩৯৭৭৪
২০	৯৮৫৪	১৪৭৮০	২৪৬৩৪
১৫	৫৭৮৯	৮৬৮৩	১৪৪৭২
১০	৩০৬০	৪৫৯১	৭৬৫১

সুরক্ষা

- **সুরক্ষা স্কিম (স্বকর্মে নিয়োজিত নাগরিকগণের জন্য):** অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বা স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যেমন- কৃষক, রিক্সাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, ইত্যাদি তফসিলে বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

মাসিক চাঁদার হার	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা
চাঁদা প্রদানের মোট সময় (বৎসরে)	মাসিক পেনশন (টাকা)	মাসিক পেনশন (টাকা)	মাসিক পেনশন (টাকা)	মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৩৪৪৬৫	৬৮৯৩১	১০৩৩৯৬	১৭২৩২৭
৪০	২৯২০০	৫৮৪০০	৮৭৬০১	১৪৬০০১
৩৫	১৯১৮৭	৩৮৩৭৪	৫৭৫৬১	৯৫৯৩৫
৩০	১২৪৬৬	২৪৯৩২	৩৭৩৯৮	৬২৩৩০
২৫	৭৯৫৫	১৫৯১০	২৩৮৬৪	৩৯৭৭৪
২০	৪৯২৭	৯৮৫৪	১৪৭৮০	২৪৬৩৪
১৫	২৮৯৪	৫৭৮৯	৮৬৮৩	১৪৪৭২
১০	১৫৩০	৩০৬০	৪৫৯১	৭৬৫১

সমতা

সমতা স্কিম (স্বকর্মে নিয়োজিত স্বল্প আয়ের নাগরিকগণের জন্য অংশ প্রদায়ক পেনশন): বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক, সময় সময়, প্রকাশিত আয় সীমার ভিত্তিতে দারিদ্র্য সীমার নিম্নে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের ব্যক্তিগণ [যাহাদের বর্তমান আয় সীমা বাৎসরিক অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) হাজার টাকা] তফসিলে বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। সমতা স্কিমে মাসিক চাঁদার হার ১০০০ টাকা। চাঁদাদাতা ৫০০ টাকা জমা দিবে এবং বাকি ৫০০ টাকা দিবে সরকার।

মাসিক চাঁদার হার	১,০০০ টাকা (চাঁদাদাতা ৫০০ টাকা+ সরকারি অংশ ৫০০ টাকা)
চাঁদা প্রদানের মোট সময় (বৎসরে)	মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৩৪৪৬৫
৪০	২৯২০০
৩৫	১৯১৮৭
৩০	১২৪৬৬
২৫	৭৯৫৫
২০	৪৯২৭
১৫	২৮৯৪
১০	১৫৩০

প্রবাস

- **প্রবাস স্কিম (প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণের জন্য):** বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানকারী যে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক তফসিলে বর্ণিত চাঁদার সমপরিমাণ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং তিনি দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সমপরিমাণ অর্থ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করিতে পারিবেন এবং, প্রয়োজনে, স্কিম পরিবর্তন করিতে পারিবেন, তবে, পেনশন স্কিমের মেয়াদ পূর্তিতে পেনশনার দেশীয় মুদ্রায় পেনশন প্রাপ্য হইবেন।

মাসিক চাঁদার হার	**৫,০০০ টাকা**	**৭,৫০০ টাকা**	**১০,০০০ টাকা**
চাঁদা প্রদানের মোট সময় (বৎসরে)	মাসিক পেনশন (টাকা)	মাসিক পেনশন (টাকা)	মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	১,৭২,৩২৭	২,৫৮,৪৯১	৩,৪৪,৬৫৫
৪০	১,৪৬,০০১	২,১৯,০০১	২,৯২,০০২
৩৫	৯৫,৯৩৫	১,৪৩,৯০২	১,৯১,৮৭০
৩০	৬২,৩৩০	৯৩,৪৯৫	১,২৪,৬৬০
২৫	৩৯,৭৭৪	৫৯,৬৬১	৭৯,৫৪৮
২০	২৪,৬৩৪	৩৬,৯৫১	৪৯,২৬৮
১৫	১৪,৪৭২	২১,৭০৮	২৮,৯৪৪
১০	৭,৬৫১	১১,৪৭৭	১৫,৩০২

প্রবাস স্কিমে অংশগ্রহণে সুবিধাসমূহ

- বিদেশে অর্জিত অর্থ থেকে নিরাপদ সঞ্চয়ের লক্ষ্যে প্রবাস স্কিমে চাঁদা প্রদান করলে ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- প্রবাস স্কিমে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় চাঁদা প্রদানে ২.৫ শতাংশ প্রনোদনা পাবেন। এ প্রনোদনার অর্থ তার চাঁদা হিসেবে জমা হবে।
- প্রবাস স্কিমে অংশগ্রহণকারী প্রবাসী কর্মী ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সহজেই সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত একাউন্টে চাঁদার অর্থ জমা দিতে পারবেন।
- পেনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চাঁদাদাতাকে কোন অফিসে আবেদন করতে হবে না। নিরবচ্ছিন্ন ১০ বছর চাঁদা প্রদান করলে ৬০ বছর পূর্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে তার ব্যাংক একাউন্টে মাসিক পেনশনের টাকা জমা হবে।
- প্রবাস স্কিমে অংশগ্রহণকারী প্রবাসী কর্মী দেশে ফেরত আসলে অন্য স্কিমে (প্রগতি, সুরক্ষা) চাঁদাদাতা হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- প্রবাস স্কিমে অংশগ্রহণকারী চাঁদাদাতা ০৩ মাস, ০৬ মাস, ০৯ মাস ও ১২ মাসের চাঁদা একসাথে জমা প্রদান করতে পারবেন।
- প্রবাস আয় থেকে দেশে প্রেরিত অর্থের বৃহৎ অংশ সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যয় হয়। প্রবাস পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করলে প্রবাসী কর্মী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে ভবিষ্যতে যখন কর্মহীন হবে তখন এ অর্থ ব্যয় করতে পারবে।
- প্রবাসী কর্মী নিজ নামে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে এ স্কিমে অংশগ্রহণ করবে, তাই এ কার্যক্রমে ৩য় কোন ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থাকবে না।
- যেহেতু সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নমিনী রাখার সুযোগ রয়েছে তাই কোন কারণে প্রবাসী চাঁদাদাতা মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত সকল অর্থ মুনাফাসহ নমিনীকে ফেরত প্রদান করা হবে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ০৪টি পেনশন স্কিমে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাসিক পেনশন

সর্বজনীন পেনশন স্কীমে রেজিস্ট্রেশনের ধাপসমুহ

www.upension.gov.bd

রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করে প্যাকেজ/স্কিম নির্বাচন

এনআইডি, জন্ম তারিখ ও মোবাইল নম্বর টাইপ করে ক্যাপচা দিয়ে পরবর্তী পেইজ বাটনে ক্লিক করুন অথবা এনআইডি না থাকলে প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ পাসপোর্ট নম্বর, জন্ম তারিখ ও মোবাইল নম্বর টাইপ করে ক্যাপচা দিয়ে পরবর্তী পেইজে বাটনে ক্লিক করুন

ব্যক্তিগত তথ্য এন্ট্রি করুন- পেশা, বাৎসরিক আয় এবং স্থায়ী ঠিকানা

ব্যাংক তথ্য এন্ট্রি করুন- হিসাব নাম, একাউন্ট নম্বর এবং রাউটিং নম্বর

নমিনি তথ্য- নমিনির পরিচয় পত্রের ধরন, সম্পর্ক ও শতাংশ এন্ট্রি করুন

তারপর, সেভ বাটনে ক্লিক করে সম্পূর্ণ ফরমটি দেখুন অথবা ডাউনলোড করুন। অতঃপর সাবমিট বাটনে ক্লিক করে সাবমিট করুন

এখন পেমেন্ট করার জন্য পেমেন্ট বাটনে ক্লিক করুন; পেমেন্ট ম্যাথড সিলেক্ট করে পেমেন্ট করুন

পেমেন্ট সম্পন্ন হলে পেমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করুন এবং মোবাইলে প্রাপ্ত মেসেজ সংরক্ষণ করুন (মেসেজে পেনশনার আইডি দেয়া হয় যা ইউজার আইডি)

ইউজার আইডি-এর জন্য ৬ ডিজিটের পাসওয়ার্ড তৈরি করে ওকে বাটনে ক্লিক করুন

এখন ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড গোপন রাখুন এই ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তীতে নমিনি পরিবর্তন, ব্যাংক একাউন্ট পরিবর্তন ও পেমেন্ট করতে পারবেন।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ওয়েবপেইজ

ও

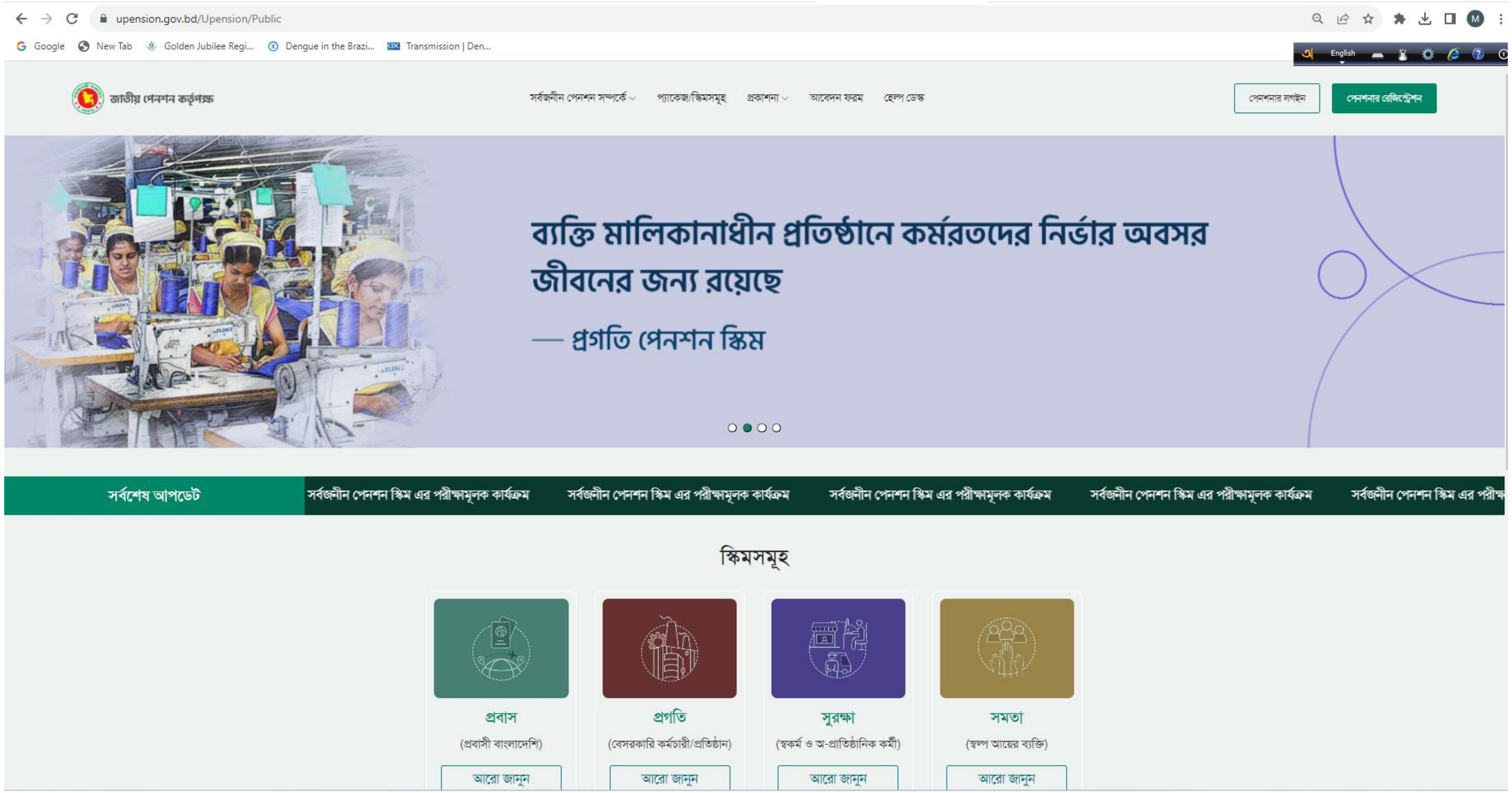

ধন্যবাদ